



সন্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় মাস, ষড়বিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আশ্বিন ৬, ইংরিজি ২০২৬, সেপ্টেম্বর ২৪



প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা নিয়েই প্রশ্ন

শিবাজী লাহিড়ী

সন্দর্শন বিশেষ প্রতিবেদন: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ফের সর্বব হয়েছে বিরোধী দলগুলি। বিরোধিতার কেন্দ্রে রয়েছে ‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এ প্রকাশিত একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের দুই সদস্য গত ১০ মাসে অন্তত ১৪ বার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ নিয়ে লিখিত আপত্তি জানিয়েছিলেন। নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্দু ও বিবেক যোশীর আপত্তির বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে নতুন ভোটার নথিভুক্তির ফর্ম-৬-এ পরিবর্তন, ভোটার তালিকার তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার, ভোটারদের নাম সংযোজন ও বাদ দেওয়া এবং পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বহাল হওয়া ভোটারদের বিরুদ্ধে কমিশনের তরফে আপিলের মতো বিষয়। কয়েকটি সিদ্ধান্ত তাঁদের অবগতির বাইরে নেওয়া হয়েছিল বলেও তাঁদের নথিভুক্ত আপত্তিতে উল্লেখ রয়েছে বলে সংবাদপত্রটি জানিয়েছে।

যদিও নির্বাচন কমিশনের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এসআইআর-সহ কমিশনের সমস্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই পূর্ণ কমিশনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কমিশনের বক্তব্য, বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত নোট, পর্যবেক্ষণ ও মতামত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ারই অংশ। আর ঠিক এখানেই সামনে আসছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্ন—একটি সাংবিধানিক সংস্থার ভিতরে মতভেদ নথিভুক্ত করার সুযোগ থাকলেও, সেই মতভেদ প্রকাশ্যে এনে কমিশনের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও তার বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন তোলার সীমারেখা কোথায়?

‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জুলাই মাসে নতুন ভোটারদের জন্য ব্যবহৃত ফর্ম-৬-এ এসআইআর-এর সম্পর্কিত একটি নতুন প্রশ্ন যুক্ত করা হয়। তার আগে মে মাসে বিবেক যোশী নথিতে জানিয়েছিলেন, এই ভাবে ফর্ম-৬ পরিবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিধি সংশোধন প্রয়োজন হতে পারে। সুখবীর সিং সান্দুও এই বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছিলেন বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। পরে ১৩ আগস্ট সান্দু ওই পরিবর্তনকে ‘অননুমোদিত’ ও ‘বেআইনি’ বলে আপত্তি জানান বলে সংবাদপত্রটি জানিয়েছে।

ভোটার তালিকার তথ্যভাণ্ডার নিয়েও দুই কমিশনারের আপত্তির কথা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। তাঁদের আশঙ্কা ছিল, ভোটার তালিকার তথ্য ব্যবস্থাপনায় ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাড়ছে। সংশ্লিষ্ট আইনানুগ কর্তৃপক্ষের হাতে থাকা তথ্য পরিবর্তনের ক্ষমতা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থায় তাঁদের প্রবেশাধিকার নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছিল বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশে পুনর্বহাল হওয়া ভোটারদের বিরুদ্ধে কমিশনের তরফে আপিল দায়েরের বিষয়েও সান্দু প্রশ্ন তুলেছিলেন বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। ওই আপিলের অনুমোদন কে



দিয়েছিলেন এবং কমিশনের পক্ষে তা কে দায়ের করেছিলেন, তা জানতে চেয়েছিলেন তিনি। এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি, যোশী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অবহিত ছিলেন না বলেও তাঁর নথিভুক্ত বক্তব্যে উল্লেখ ছিল বলে সংবাদপত্রটি জানিয়েছে।

ভোটার তালিকার তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থাকে ঘিরে আপত্তির বিষয়টি শেষ পর্যন্ত ক্যাবিনেট সচিবের কাছেও পৌঁছয় বলে ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এর পৃথক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। সংবাদপত্রটির দাবি, কাজের বণ্টনে এমন পরিবর্তন আনা হয়েছিল, যার ফলে ভোটার তালিকার তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার উপর নজরদারির একটি স্তর সরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। সেই পরিবর্তন নিয়েই দুই কমিশনার পৃথক ভাবে ক্যাবিনেট সচিবকে চিঠি দিয়েছিলেন।

এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর ২৩ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন বিস্তারিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি

করে। ইসিআই জানিয়েছে, লিখিত নোট, পর্যবেক্ষণ, কারিগরি পরামর্শ এবং অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি এবং কাজের বণ্টনও সর্বসম্মত যাচাই কমিশনের স্বাভাবিক কাজের অংশ। কমিশনের সদস্যরা কোনও বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে, পরামর্শ দিতে বা আপত্তি জানাতে পারেন এবং সেই মতামত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় নথিভুক্ত

হয়। ইসিআইয়ের বক্তব্য, এই ধরনের অভ্যন্তরীণ নোটকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। একই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, এসআইআর-সহ গত এক বছরে নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত পূর্ণ কমিশনের সম্মতিতে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোনও বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশ্ন বা আপত্তি থাকলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কমিশনের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত হিসেবেই গৃহীত হয়েছে। এই অবস্থানটি ২০২৩ সালের চিফ ইলেকশন কমিশনার অ্যাড আদার ইলেকশন কমিশনারস (নিয়োগ, চাকরির শর্ত ও কার্যকালের মেয়াদ) আইন-এর ১৮ নম্বর ধারার সঙ্গেও সম্পর্কিত। ওই ধারায় কমিশনের কাজ যতদূর সম্ভব সর্বসম্মত ভাবে সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে। কোনও

বিষয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য নির্বাচন কমিশনারদের মতভেদ হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। কমিশনের কাজের পদ্ধতি এবং কাজের বণ্টনও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে।

অর্থাৎ কমিশনের ভিতরে মতভেদ থাকা নিজে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কোনও কমিশনার কোনও সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হলে তাঁর আপত্তি নথিভুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজন হলে সেই আপত্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনাও হতে পারে। মতভেদ থেকে গেলে আইনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের পথও রাখা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তৈরি হওয়ার কথা।

বর্তমান বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু তৈরি হয়েছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর অভ্যন্তরীণ মতভেদ প্রকাশ্যে আসার ঘটনাকে ঘিরে। নির্বাচন কমিশন সংবিধানের ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি সাংবিধানিক সংস্থা। দেশের নির্বাচন পরিচালনার তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ কমিশনের উপর ন্যস্ত। ফলে কমিশনের কোনও সিদ্ধান্ত কোনও সদস্যের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হিসেবে কার্যকর হয় না; তা কমিশনের সিদ্ধান্ত হিসেবেই কার্যকর হয়।

সেই কারণে কমিশনের ভিতরে আপত্তি জানানোর নির্ধারিত জায়গা রয়েছে। নথিতে আপত্তি রাখা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুনর্বিবেচনার দাবি জানানো এবং প্রয়োজন হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ—এই ব্যবস্থাই আইন নির্ধারণ করেছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সেই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন

জলাধার উন্নয়নে বৈঠক

তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা ও জলসম্পদ ব্যবস্থায় জোর

নয়াদিল্লি: জলবায়ু-নির্ভর কৃষি অঞ্চলে জলাধার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর করতে জাতীয় স্তরের প্রযুক্তিগত কমিটির বৈঠক করল জাতীয় বৃষ্টিনির্ভর এলাকা কর্তৃপক্ষ। ২২ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লির এনএএসসি কমপ্লেক্সে ‘রেওয়ার্ড’ কর্মসূচির আওতায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জাতীয় প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা তৈরির অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ জলাধার উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে জাতীয় বৃষ্টিনির্ভর এলাকা কর্তৃপক্ষের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক চন্দ্রশেখর কুমার, আইএএস সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন আইসিএআরের উপ-মহাপরিচালক এ কে নায়ক, ভূমি সম্পদ দফতরের জলাধার ব্যবস্থাপনা বিভাগের যুগ্মসচিব নীতিন খাড়ে, ওড়িশার ডিএসসি অ্যাড ডব্লিউডিঅর অধিকর্তা সুব্রত পাণ্ডা এবং কর্ণাটকের ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্ট কমিশনার উপেন্দ্র প্রতাপ সিংহ। ওড়িশা ও কর্ণাটকের রাজ্যস্তরের নোডাল সংস্থা, আইসিএআর প্রতিষ্ঠান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি, স্কেজাসেবী সংস্থা, বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা এবং রেওয়ার্ড প্রকল্পের প্রতিনিধিরাও বৈঠকে অংশ নেন।

বৈঠকে চন্দ্রশেখর কুমার রেওয়ার্ড কর্মসূচির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে জাতীয় প্রযুক্তিগত নির্দেশিকার খসড়া থাকা বিভিন্ন দাবি ও বক্তব্য যাচাইয়ের উপর জোর দেন। ওড়িশা ও কর্ণাটকে জলাধার-সংক্রান্ত তথ্য এবং সিদ্ধান্ত সহায়ক ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট সব

অংশীদারের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার পরামর্শও দেন তিনি। আইসিএআরের উপ-মহাপরিচালক এ কে নায়ক জলাধার পরিকল্পনার উন্নতির জন্য ভূমি সম্পদ তালিকা এবং জলবিদ্যার তথ্যের সমন্বয়ের উপর জোর দেন। জাতীয় প্রযুক্তিগত নির্দেশিকায় বিভিন্ন ফলাফল বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতিও স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করার পরামর্শ দেন তিনি। দ্রুত ওয়েব পোর্টাল তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথাও জানান। ভূমি সম্পদ দফতরের যুগ্মসচিব নীতিন খাড়ে প্রকল্পের বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরির সময় ছয় মাস থেকে কমিয়ে তিন মাস করার প্রস্তাব দেন, যাতে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য আরও বেশি সময় পাওয়া যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়টিও জাতীয় প্রযুক্তিগত নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বৈঠকের শুরুতে রেওয়ার্ড প্রকল্পের প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সুস্মিতা সুদিশ্রী আগের জাতীয় প্রযুক্তিগত কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রতিবেদন পেশ করেন। পাশাপাশি জাতীয় প্রযুক্তিগত নির্দেশিকার দ্বিতীয় খসড়ায় যুক্ত করা বিষয়গুলিও তুলে ধরেন।

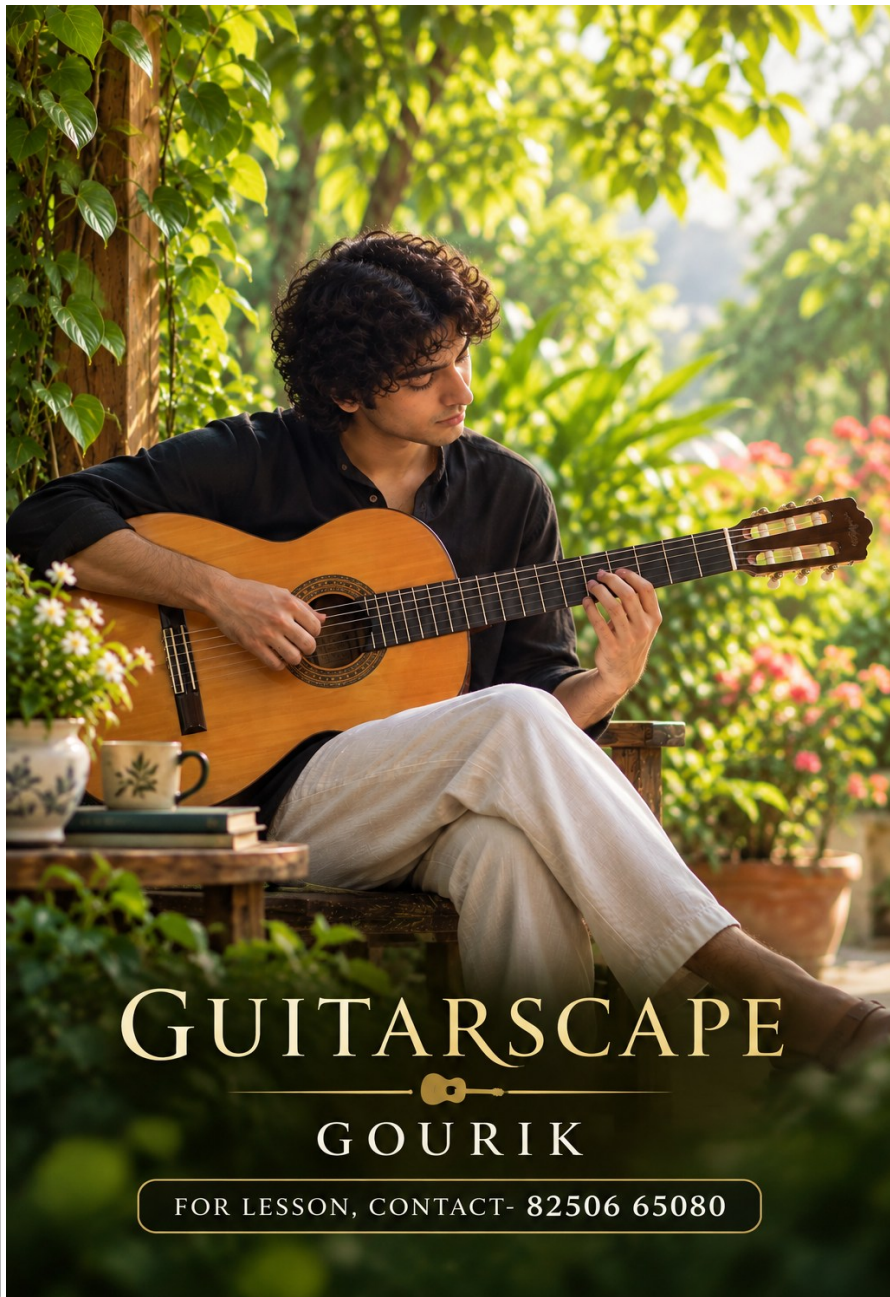
বৈঠকের শুরুতে জাতীয় বৃষ্টিনির্ভর এলাকা কর্তৃপক্ষের প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ এবং রেওয়ার্ড প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সুস্মিতা সুদিশ্রী আগের জাতীয় স্তরের প্রযুক্তিগত কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রতিবেদন পেশ করেন। একই সঙ্গে জাতীয় প্রযুক্তিগত নির্দেশিকার দ্বিতীয়

খসড়ায় নতুন করে যুক্ত হওয়া বিষয়গুলিও তুলে ধরেন তিনি। ওড়িশা ও কর্ণাটকের রাজ্যস্তরের নোডাল সংস্থাগুলিকে সংগৃহীত তথ্য জাতীয় বৃষ্টিনির্ভর এলাকা কর্তৃপক্ষ এবং সহযোগী সংস্থাগুলির সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। জাতীয় প্রযুক্তিগত নির্দেশিকাটি ভবিষ্যতে দেশের জলাধার উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা ৩.০-এর জলাধার উন্নয়ন উপাদানের অধীনে আগামী প্রজন্মের জলাধার উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনায় এই নির্দেশিকা ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এশিয়ান গেম

নয়াদিল্লি: এশিয়ান গেমসে পুরুষদের ব্যক্তিগত সফট টেনিসে ব্রোঞ্জ জিতে ভারতের প্রথম পদকজয়ী হলেন জয় মীনা। তাঁর পদক আরও তরুণকে সফট টেনিসে আসতে অনুপ্রাণিত করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিকে, মহিলাদের স্কিট দলগত বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন পরিনাজ ধালিওয়াল, মহেশ্বরী চৌহান ও রাইজা ধিলৌ। তাঁদের মনোযোগ, লক্ষ্যভেদ ও দলগত সমন্বয়ের প্রশংসা করে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মহিলাদের ৪৯ কেজি ভারোত্তোলনে রূপো জেতা মীরাবাই চানুকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি।



GUITARSCAPE
GOURIK

FOR LESSON, CONTACT- 82506 65080



সম্পাদকীয়

সাংহাইয়ে শুরু হয়েছে ৪৮তম ওয়ার্ল্ডস্কিলস প্রতিযোগিতা। বিশ্বের ৬৫টিরও বেশি দেশ ও অঞ্চলের প্রায় ১,৪০০ তরুণ প্রতিযোগীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক এই মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন ৭০ জন তরুণ। ৬৩টি দক্ষতা বিভাগে ভারতের এই অংশগ্রহণ দেশের দক্ষতা উন্নয়নের পরিসর ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি তুলে ধরছে। সংখ্যার বিচারে এটি ভারতের এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ওয়ার্ল্ডস্কিলস দল। কিন্তু এই অংশগ্রহণের তাৎপর্য কেবল প্রতিযোগীর সংখ্যা দিয়ে মাপা যায় না। এর মধ্যে রয়েছে গত এক দশকে দক্ষতা উন্নয়নকে জাতীয় কর্মসূচির কেন্দ্রে নিয়ে আসার একটি ধারাবাহিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘স্কিল ইন্ডিয়া’ ভাবনার মূল জায়গাটিই ছিল—তরুণ ভারতের শক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করা। ২০১৫ সালে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন মিশনের সূচনায় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ভারতের বিপুল তরুণ জনসংখ্যাকে আধুনিক প্রযুক্তি ও শিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষ করে তুলতে হবে। তাঁর সেই ভাবনায় দক্ষতা ছিল কর্মসংস্থানের একটি উপায়, একইসঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক শক্তির ভিত্তি। আজ সাংহাইয়ের আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেই ভাবনার একটি বাস্তব পরীক্ষা হচ্ছে। কারণ দক্ষতা উন্নয়নের সাফল্য কেবল কতজন প্রশিক্ষণ নিলেন, তার পরিসংখ্যানে সীমাবদ্ধ থাকে না। আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতায় একজন ভারতীয় তরুণ কতটা নির্ভুলভাবে, দ্রুত এবং সৃজনশীলতার সঙ্গে একটি জটিল কাজ সম্পন্ন করতে পারছেন, তার মধ্যেও দক্ষতা ব্যবস্থার গুণমানের প্রতিফলন ঘটে। দীর্ঘদিন ধরে ভারতে শিক্ষার সঙ্গে দক্ষতার সম্পর্কটি অনেকটাই বিচ্ছিন্ন ছিল। ডিগ্রি

অর্জনকে সাফল্যের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে দেখা হয়েছে, আর কারিগরি দক্ষতা অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সারির বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। শিল্পের প্রয়োজন, প্রযুক্তির পরিবর্তন এবং কর্মক্ষেত্রের বাস্তব চাহিদা সেই ধারণাকে বদলে দিচ্ছে। একটি আধুনিক অর্থনীতিতে জ্ঞান যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন সেই জ্ঞানকে বাস্তব কাজে প্রয়োগ করার ক্ষমতা। ওয়ার্ল্ডস্কিলস সেই বাস্তব দক্ষতাকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে যাচাই করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। এবার ভারতের অংশগ্রহণের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হল ১১টি নতুন দক্ষতা বিভাগে প্রথমবারের মতো প্রবেশ। ডেন্টাল প্রস্টেটিভ্স, ডিজিটাল ইন্টারঅ্যাকটিভ মিডিয়া ডিজাইন, ইন্টেলিজেন্ট সিকিউরিটি টেকনোলজি, অপটোইলেকট্রনিক টেকনোলজি, আনম্যান্ড এরিয়াল সিস্টেমস, সফটওয়্যার টেস্টিং, এয়ারক্রাফ্ট মেইনটেন্যান্স কিংবা হেলি ভেহিকল টেকনোলজির মতো ক্ষেত্রগুলি দেখিয়ে দিচ্ছে দক্ষতার সংজ্ঞা কত দ্রুত বদলাচ্ছে। কয়েক দশক আগের শিল্পের প্রয়োজন দিয়ে আগামী দিনের কর্মশক্তিকে তৈরি করা সম্ভব নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বয়ংক্রিয়তা, বৈদ্যুতিন প্রযুক্তি, ড্রোন, বিমান প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল পরিষেবার বিস্তারের সঙ্গে দক্ষতার নতুন ক্ষেত্রও তৈরি হচ্ছে। এই জায়গাতেই মোদীর নেতৃত্বে গত কয়েক বছরে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রযুক্তি ও শিল্পের সঙ্গে প্রশিক্ষণের সংযোগ বাড়ানোর ওপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তার তাৎপর্য স্পষ্ট হয়। স্কিল ইন্ডিয়া কর্মসূচির অধীনে নতুন প্রযুক্তি ও ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে প্রশিক্ষণ সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেও একাধিক অনুষ্ঠানে ‘স্কিলিং, রি-স্কিলিং এবং আপ-স্কিলিং’-এর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এই জায়গাতেই প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্যের বাস্তবায়নের চিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে।

তীর্থ ও ধর্মীয় যাত্রাই ঘরোয়া পর্যটনের মূল গন্তব্য

নয়াদিব্লি: দেশে ঘরোয়া পর্যটনের ক্ষেত্রে তীর্থ ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে যাত্রাই সবচেয়ে বেশি। ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত পরিচালিত ঘরোয়া পর্যটন ব্যয় সমীক্ষা অনুযায়ী, গত ৩৬৫ দিনে সম্পন্ন প্রতি ১০০টি রাতযাপনের সফরের মধ্যে প্রায় ৪৮টি ছিল তীর্থ ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে। এরপরই রয়েছে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সফর, যার হার প্রায় ৩০ শতাংশ।

জাতীয় পরিসংখ্যান দফতর পরিচালিত এই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গত ৩০ দিনে সম্পন্ন রাতযাপনের সফরের ক্ষেত্রে সামাজিক কারণে যাত্রার হার ছিল সর্বাধিক। প্রতি ১০০টি সফরের মধ্যে ৮৯টিই হয়েছে আত্মীয়স্বজন বা পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করার মতো সামাজিক কারণে। একই সময়ে ব্যবসায়িক সফরে গড় ব্যয় হয়েছে সর্বাধিক। গ্রামীণ পরিবারে প্রতি ব্যবসায়িক সফরে গড় খরচ ছিল ৫,১৭৯ টাকা এবং শহুরে পরিবারে ৬,৯৩৪ টাকা।

জাতীয় পরিসংখ্যান দফতর জানিয়েছে, ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৮০তম পর্যায়ের অংশ হিসেবে এই সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষায় রাতযাপনের সফরের সময়কাল, যাতায়াতের মাধ্যম, থাকার ধরন এবং সফরের বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি একদিনের সফর ও সেই সফরে হওয়া ব্যয়ের তথ্যও নেওয়া হয়েছে।

গত ৩৬৫ দিনের রাতযাপনের সফরের ক্ষেত্রে প্রতি ১০০টি গ্রামীণ পর্যটক পরিবারের মধ্যে ১২৭টি সফর এবং প্রতি ১০০টি শহুরে পর্যটক পরিবারের মধ্যে ১৩২টি সফর নথিভুক্ত হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১১৮ এবং ১২১। গ্রামীণ ও শহর—দুই ক্ষেত্রেই তীর্থ ও ধর্মীয় সফরের অংশ ছিল ৪৮ শতাংশ।

গ্রামীণ এলাকায় রাতযাপনের সফরের দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ ছিল স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, যার অংশ ৩৮.৪ শতাংশ। শহরাঞ্চলে দ্বিতীয় স্থানে ছিল অবকাশ, বিনোদন ও আনন্দভ্রমণ—৩৬.৪ শতাংশ। প্রতি সফরে গড় রাতযাপনকারী পর্যটকের সংখ্যা ছিল ২.০৩। প্রায় ৮০ শতাংশ পর্যটক পাঁচ দিন বা

তার কম সময়ের জন্য সফরে থেকেছেন। অবকাশ, বিনোদন ও আনন্দভ্রমণের ক্ষেত্রে মে এবং অক্টোবর ছিল সবচেয়ে ব্যস্ত মাস। গ্রামীণ এলাকায় এই ধরনের সফরে বাস ছিল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত যাতায়াতের মাধ্যম, যার অংশ ৩২ শতাংশ। শহরাঞ্চলে ট্রেন ছিল প্রধান মাধ্যম, যার অংশ ৩৫ শতাংশ। শহরের পর্যটকদের মধ্যে হোটেল ও অতিথিশালায় থাকার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি—৩৬ শতাংশ। গ্রামীণ এলাকায় বাণিজ্যিক নয় এমন বিভিন্ন ধরনের থাকার ব্যবস্থার অংশ ছিল সর্বাধিক ২৮ শতাংশ। এর মধ্যে নিজস্ব ছুটির বাড়ি, নিয়োগকর্তার দেওয়া অস্থায়ী থাকার ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় বা মিশনারি সংগঠনের বিনামূল্যের থাকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত।

রাজ্যভিত্তিক হিসাবে, নিজেদের রাজ্য এবং অন্য রাজ্য—দুই জায়গার পর্যটকদের একত্রে ধরলে মোট পর্যটক-সফরের অংশে উত্তরপ্রদেশ ছিল সর্বোচ্চ, ১৫.৭ শতাংশ। এরপর তামিলনাড়ু ১৩.৪ শতাংশ এবং রাজস্থান ৮ শতাংশ। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার উদ্দেশ্যে করা সফরেই ব্যয় ছিল সর্বাধিক। গ্রামীণ এলাকায় এই ধরনের সফরে গড় ব্যয় ২৯,৪৫৪ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ৪১,৬৪৯ টাকা। অবকাশ, বিনোদন ও আনন্দভ্রমণের ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের সবচেয়ে বড় অংশ গিয়েছে যাতায়াতে। গত ৩০ দিনের রাতযাপনের সফরগুলির মধ্যে সামাজিক উদ্দেশ্যে যাত্রার অংশ ছিল ৮৯ শতাংশ। এই সময়ের সফরে প্রতি ১০০টি গ্রামীণ পর্যটক পরিবারের জন্য ১১৩টি এবং শহুরে পর্যটক পরিবারের জন্য ১১১টি সফর নথিভুক্ত হয়েছে। প্রতি সফরে গড় পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১.৯৫ এবং প্রায় ৪৫ শতাংশ সফরে থাকার সময়কাল ছিল ২ থেকে ৩ দিন। গ্রামীণ ও শহরাঞ্চল—দুই ক্ষেত্রেই বাস ছিল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত যাতায়াতের মাধ্যম। একদিনের সফরের ক্ষেত্রেও সামাজিক যোগাযোগ ও কেনাকাটা ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। গ্রামীণ এলাকায় সামাজিক সফরের অংশ ৩২ শতাংশ এবং কেনাকাটার সফর ২৯ শতাংশ। শহরাঞ্চলে এই হার যথাক্রমে ৩৭ শতাংশ এবং ১৭ শতাংশ।

ইরান ধ্বংসের হুঁশিয়ারি

নিউইয়র্ক: যুদ্ধের অবসানে সমঝোতা না হলে ইরানকে ‘ধ্বংস’ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একইসঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনাও চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, ইরানের সঙ্গে এমন একটি চুক্তি হতে পারে, যার মাধ্যমে দেশটি পুনর্গঠনের সুযোগ পাবে। তবে সমঝোতা না হলে ইসলামিক রিপাবলিককে দ্রুত ধ্বংস করার সিদ্ধান্তও তিনি নিতে পারেন বলে মন্তব্য করেন।

ট্রাম্পের বক্তব্যের পর ইরানের সশস্ত্র বাহিনী তাঁর মন্তব্যকে ‘প্রচার’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইরানের তরফে জানানো হয়েছে, আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর, বিধ্বংসী ও অপ্রত্যাশিত আঘাত হানার জন্য তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তবে তীব্র বক্তব্যের পাশাপাশি যুদ্ধ থামাতে কূটনৈতিক তৎপরতাও অব্যাহত রয়েছে। মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফ জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে মঙ্গলবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। মধ্যস্থতাকারীরা সারাদিন দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ রেখে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যান। এই আলোচনা গঠনমূলক ও সম্ভাবনাময় হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন উইটকফ। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচিও কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মহম্মদ বিন আবদুর রহমান

আল থানির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। গত কয়েক মাস ধরে কাতার সংঘাত প্রশমনের জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগ চালিয়ে আসছে। প্রায় সাত মাস ধরে চলা এই সংঘাতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সংঘাতের প্রভাব ইতিমধ্যেই জ্বালানির দাম, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলির ওপর পড়েছে। এদিকে, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকেও হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক করার বিষয়টি চলত। ইরানের সঙ্গে সংঘাতের জেরে উপসাগরীয় দেশগুলিও নিরাপত্তা ও জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে চাপে রয়েছে। এই দেশগুলির অনেকগুলিতেই বড় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে, যেগুলিও সংঘাত চলাকালীন ইরানের হামলার লক্ষ্য হয়েছে।

একজন ইরানি শীর্ষ আধিকারিক রয়টার্সকে জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক চাপ কমিয়ে ইরানের বন্দরগুলির ওপর অবরোধ তুলে নিলে কয়েক দিনের মধ্যেই হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়া হতে পারে। ইরানের প্রস্তাব মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে গত সপ্তাহেই ওয়াশিংটনের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি তাঁর। ইরানের শর্ত পূরণ হলে সাত দিনের মধ্যে উপসাগরীয় জাহাজ চলাচলের জন্য হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়া সম্ভব বলেও জানিয়েছেন তিনি।

তবে ইরানের সংসদের স্পিকার মহম্মদ বাঘের কালিবাফ জানিয়েছেন, ইরান কখনও আত্মসমর্পণ করবে না। তাঁর বক্তব্য, ইরানের জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর ওপর শক্তি প্রয়োগ করে কোনও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এর মধ্যেই সংঘাতের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে গোটা অঞ্চলে। সৌদি আরবও ইয়েমেনে ইরান-ঘনিষ্ঠ হুথি যোদ্ধাদের অগ্রগতির জেরে আরও গভীরভাবে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকে ইরান ও আরব উপসাগরীয় দেশগুলিকে নিয়ে একটি অভিন্ন নিরাপত্তা কাঠামোর কাতারি প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে আঞ্চলিক সূত্রের দাবি। প্রস্তাবটি ইরান পর্যালোচনা করছে বলেও জানা গেছে। সৌদি আরবের নিরাপত্তা নিয়েও নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন সৌদি আরবকে সমর্থন করবে। তবে ইয়েমেনের সংঘাত অত্যন্ত জটিল এবং এর দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। এর আগে সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন হুথিদের বিরুদ্ধে ফের মার্কিন সামরিক অভিযান চালানোর জন্য ওয়াশিংটনের কাছে একাধিকবার আবেদন করেছিলেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে, সৌদি আরবের ইস্ট-ওয়েস্ট তেল পাইপলাইনের কাজ ফের শুরু হওয়ায় মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে কিছুটা স্বস্তি দেখা যায়।

শৃঙ্খলা নিয়েই প্রশ্ন

প্রথম পাতার বাকি অংশ
নিয়ে কমিশনের অভ্যন্তরীণ মতভেদ সংবাদমাধ্যমের সামনে চলে এলে বিষয়টি তখন প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়। এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বর্তমান ঘটনায় প্রকাশ্যে আসা বিষয়গুলি নিছক ব্যক্তিগত মতামত নয়; ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ যে নথিগুলি দেখেছে বলে দাবি করেছে, সেগুলি কমিশনের অভ্যন্তরীণ নথি ও দাপ্তরিক যোগাযোগ। সংবাদপত্রটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুই কমিশনারের আপত্তিগুলি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছেও পাঠানো হয়েছিল। অর্থাৎ আপত্তিগুলি কমিশনের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার মধ্যেই নথিভুক্ত হয়েছিল। তার পর সেই অভ্যন্তরীণ মতভেদের বিষয় প্রকাশ্যে চলে আসায় তা দ্রুত রাজনৈতিক বিতর্কের অংশ হয়ে উঠেছে। বিরোধী দলগুলির একাধিক নেতা প্রতিবেদনটি সামনে রেখে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন। এম কে স্ট্যালিন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ দাবি করেছেন এবং উদ্ধব ঠাকরে তাঁকে অপসারণ ও গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। অখিলেশ যাদবও নির্বাচন কমিশনের কার্যপ্রণালী নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অভ্যন্তরীণ আপত্তি প্রকাশ্যে আসার পর সেটি যে রাজনৈতিক বিতর্কের উপাদান হয়ে উঠেছে, তা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্য। ফলে বিষয়টি এখন নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেই প্রশ্নটি বর্তমান ঘটনার কার্যপ্রণালী এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের প্রশ্নের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছে।

এখানে মূল বিষয়টি তাই মতভেদ নয়। মতভেদ গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অংশ এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানেরও তার জায়গা রয়েছে। মূল বিষয় হল, সেই মতভেদ কোন পথে নথিভুক্ত ও নিষ্পত্তি হবে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে কী ভাবে আচরণ করবেন। নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সংবিধানের ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদে কমিশনের উপর দেশের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত। তিন সদস্যের কমিশনে দুই সদস্যের সম্মতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সেটি কমিশনেরই সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন নিয়ে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ আপত্তি প্রকাশ্যে এনে দিলে ব্যক্তিগত মতামত এবং প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত অবস্থানের মধ্যে সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে। সাংবিধানিক পদে থাকা মানেই প্রাতিষ্ঠানিক সীমারেখার ঊর্ধ্বে থাকা নয়। বরং সাংবিধানিক দায়িত্ব যত গুরুত্বপূর্ণ, সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনও তত বেশি। কমিশনের ভিতরে মতভেদ নথিভুক্ত করা সেই ব্যবস্থার অংশ; কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর অভ্যন্তরীণ মতভেদকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিতর্কের উপাদান করে তোলা একই কাঠামোর সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেই প্রশ্নটি বর্তমান ঘটনার মধ্য দিয়ে সামনে এসেছে বলেই অভিমত বিশেষজ্ঞদের।

ক

মি

স্ব

শমিত



খাদ্যদাত্ত...